প্রথম আলো

তারিখ 19 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

প্রশ্ন

নাটোরে ১০২ স্কুলের পরীক্ষা স্থগিত

প্রথম আলো ডেস্ক ●

প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে এবার নাটোর সদরের ১০২টি বিদ্যালয়ের প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার গণিত বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। গতকাল সোমবার উপজেলার একটি বিদ্যালয়ে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপি পাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেয় উপজেলা প্রশাসন।

নাটোর সদর উপজেলার আগদিঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শীপ্রা রাণী দত্ত বলেন, বিদ্যালয়ে গতকাল সকাল ১০টায় প্রথম শ্রেণির ও বেলা একটায় চতুর্থ শ্রেণির গণিত বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে স্থানীয় যুবলীগ নেতা ইব্রাহিম মোল্লা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ে আসেন। তাঁরা প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণির হাতে লেখা দুটি প্রশ্ন তাঁকে দেখান। এ সময় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলামও সেখানে আসেন। সবার উপস্থিতিতে প্রথম শ্রেণির প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হাতে লেখা প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া যায়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) অবহিত করে। তাঁরা ওই পরীক্ষা স্থগিত করেন। এরপর ওই কর্মকর্তারা বিদ্যালয়ে আসেন। তাঁরা চতুর্থ শ্রেণির প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হাতে লেখা প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখেন। তিনটি প্রশ্ন হুবহু মিলে যায়। তখন ওই পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, ৬ ডিসেম্বর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রশ্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে সরবরাহ করা হয়েছিল। তিনি প্রশ্নপত্রগুলো নিজের টেবিলের ড্রয়ারে তালাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সেখান থেকে কোনো প্রশ্নপত্র খোয়া যায়নি।

তাহলে কীভাবে প্রশ্ন ফাঁস হলো এমন প্রশ্নের জবাবে শীপ্রা রাণী বলেন, 'স্থানীয় কিছু তরুণ আমাদের ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ান। আমার সন্দেহ, তাঁরাই উপজেলার অন্য বিদ্যালয় থেকে প্রশ্নপত্র এনে তা হাতে লিখে ছাত্রদের সরবরাহ করেছেন।'

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

নাটোরে ১০২ স্কুলের পরীক্ষা স্থগিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় ওই তরুণদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই প্রশ্ন ফাঁসকারীদের পরিচয় জানা যাবে।

যুবলীগ নেতা ইব্রাহিম জানান, স্থানীয় চার যুবক তাঁকে হাতে লেখা ওই প্রশ্নপত্র দিয়েছিলেন। ঘটনা তদন্তে গতকালই তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন।

বরগুনায় শনাক্ত হয়নি কেউ

বরগুনা সদর ও বেতাগী উপজেলার ৩৯৫টি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত কেউ গতকাল পর্যন্ত শনাক্ত হয়নি। এ ঘটনা তদন্তে দুই উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ের গঠিত কমিটির পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের তদন্ত কমিটিও কাজ করছে।

বাঘায় দুই শিক্ষক জড়িত!

রাজশাহীর বাঘায় চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় মনিগ্রাম দক্ষিণপাড়া আনন্দ স্কুলের শিক্ষক সাদিয়া আক্তার ও তুলসীপুর আকবর চেয়ারম্যানের বাড়ি আনন্দ স্কুলের শিক্ষক জেসমিন বেগমের জড়িত থাকার প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিস।

গত রোববার বিকেলে বাঘা উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চতুর্থ শ্রেণির গণিত পরীক্ষা ছিল। কিন্তু সকালেই শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ে।

বাঘা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আহসান আরা বলেন, 'দুজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অনুসন্ধানে জানতে পেরেছেন, আনন্দ স্কুলের মাধ্যমে এটি (ফাঁস) হয়েছে। শিক্ষক সাদিয়া আক্তার ও জেসমিন বেগমের কাছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী প্রাইভেট পড়ত। তাঁদের মাধ্যমেই প্রশ্ন সবার কাছে ছড়িয়ে পড়ে।'

তবে অভিযোগের বিষয়ে শিক্ষক সাদিয়া আক্তার বলেন, নির্ধারিত সময়ে তিনি প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নিয়েছেন। তার আগে কারও কাছে প্রশ্ন দেননি।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আবারও বলেছেন, আগে বিজি প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হতো, নানা চেষ্টায় সেটা বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এখন কিছু শিক্ষক বিপদে ফেলতে পরীক্ষার দিন প্রশ্ন পেয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ফাঁস করছেন। গতকাল রাজধানীর মাতুয়াইলে বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ দেখতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ৩০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। আর ১ জানুয়ারি 'বই উৎসবের' মাধ্যমে বই বিতরণ করা হবে।

[প্রতিবেদনের তথ্য দিয়েছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক** ঢাকা, **নাটোর, রাজশাহী** ও **বরগুনা প্রতিনিধি**]